কালের কণ্ঠ

তারিখ 30 APR 2017

ভাগ্য ঝুলে আছে ৪৫০ জনের

৩৪তম বিসিএস

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁদের নিয়োগের সুপারিশ করেছে পিএসসি

■

চার বছরেরও বেশি সময় পার, তবু চাকরিপ্রার্থীদের অপেক্ষার শেষ হচ্ছে না

শরীফুল আলম সুমন ▷

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট চরমে উঠেছে। এ অবস্থায় ৩৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডার পদের প্রার্থীদের মধ্য থেকে গত বছরের আগস্টে ৪৫০ জনকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। কিন্তু তার ৯ মাস পার হতে চললেও এখনো নিয়োগ পাননি নির্বাচিতরা। অথচ ৩৪তম বিসিএসের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত চার বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। তবু চাকরিপ্রার্থীদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পিএসসির সুপারিশ অর্থ নিয়োগের বেশির ভাগ প্রক্রিয়াই শেষ। এরপর শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন পাওয়া বাকি থাকে। সেটা পাওয়ার পর গেজেট প্রকাশিত হবে এবং নিয়োগ পাবেন সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা। আর এই দুই প্রক্রিয়া শেষ করতে কোনোভাবেই দুই মাসের বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতা ও অবহেলায় ৯ মাসেও নিয়োগ পাননি সহকারী শিক্ষকরা। ফলে শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশের ৩৩৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদসংখ্যা ১০ হাজার ১৮০। এর মধ্যে শূন্য রয়েছে দুই হাজার ১০০টি পদ। পদ উন্নীতকরণ জটিলতায় ও শিক্ষক নিয়োগের বিধিমালা না থাকায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ২০১২ সাল থেকে নিয়োগ বন্ধ আছে। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালের ১৫ মে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড অফিসার মর্যাদা দেন। এতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা চলে যায় পিএসসির হাতে। তাই পিএসসি মাউশি অধিদপ্তরের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৩৪তম বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে ৪৫০ জনকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করে। তবে সুপারিশের ৯ মাস পার হলেও এখনো গেজেটই প্রকাশিত হয়নি।

পিএসসি সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ৩৪তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এই বিসিএস থেকে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী গত বছরের ১৪ আগস্ট ৪৫০ জন প্রার্থীকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

সূত্র জানায়, গত ৩০ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এসবি অফিস (বিশেষ শাখা) ও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরে সহকারী শিক্ষক হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্তদের চরিত্র ও পূর্ণ পরিচয় তদন্ত করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

ভাগ্য ঝুলে আছে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

চিঠিতে ২১ দিনের মধ্যে মতামত পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু প্রার্থীদের স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা, সার্টিফিকেট, ক্যাম্পাস ও সর্বশেষ পাঁচ বছর অবস্থানকালের ভেরিফিকেশনের সব রিপোর্ট সমন্বয় করতে বারবার সময় বাড়ানো হচ্ছে।

সহকারী শিক্ষক পদে সুপারিশপ্রাপ্ত মাসুম লিয়েন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ১১ থেকে ২২ জানুয়ারির মধ্যে শেষ হয়েছে। অনেক প্রার্থীর ব্যাপারেই গোয়েন্দা সংস্থাও খোঁজ নিয়েছে। দ্রুতই নিয়োগ পাব বলে অনেকেই, যাঁরা বেসরকারি চাকরি করতেন, সেটাও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখনো গেজেট প্রকাশিত না হওয়ায় হতাশা বিরাজ করছে।'

নাম প্রকাশ না করে সুপারিশপ্রাপ্ত আরেক প্রার্থী বলেন, 'আমাদের সঙ্গে নন-ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত শ্রম পরিদর্শক, কর পরিদর্শক, সহকারী হ্যাচারি কর্মকর্তা এমনকি সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের শুধু এসবি (বিশেষ শাখার) তদন্ত হয়েছে বলে আমরা শুনেছি। কিন্তু আমাদের সহকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দুটি সংস্থা তদন্ত করছে। এতে সময় অনেক বেশি লাগছে। কিন্তু আমরা যেহেতু শিক্ষক হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছি তাই আমরা দ্রুত ক্লাসরুমে যেতে চাই।'

মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষক খুবই দরকার। ইতিমধ্যে ৩৪তম বিসিএস থেকে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। এখন গোয়েন্দা সংস্থার ভেরিফিকেশন চলছে। সেটাও শেষের পথে বলে আমরা জেনেছি। তবে গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন হাতে পাওয়া মাত্রই গেজেট প্রকাশ করা হবে। আমরা কোনো দেরি করব না। কারণ এসব শিক্ষককে নিয়োগ দিতে পারলে শিক্ষক সংকট কিছুটা হলেও দূর হবে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর